بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৭ চৈত্র ১৪২১
৩১ মার্চ ২০১৫

বাণী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ৩১ মার্চ ২০১৫ দেশব্যাপী 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস' উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বাংলাদেশে প্রতি বছর এপ্রিল-মে এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাসে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা বেশি ঘটে। 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস' পালনের মাধ্যমে আসন্ন দুর্যোগ সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা এবং দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের সামর্থ্য বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশব্যাপী দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের উদ্যোগ গ্রহণ করে ১৯৭২ সালে গঠন করেছিলেন ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)। দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে তৈরি করেছিলেন মাটির কিল্লা যা 'মুজিব কিল্লা' নামে পরিচিত। মুজিব কিল্লা আজও ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সময় প্রাণিসম্পদের আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সকল উন্নয়ন কর্মসূচিতে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ ও দুর্যোগ সহনশীল জাতি গঠনে সদাপ্রস্তুত। আমাদের সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০-২০১৫ এবং ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১১ প্রণয়ন করেছে। আমরা দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১০ জারি করেছি।

দুর্যোগ বিপদ সংকেত পদ্ধতি, দুর্যোগ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, প্রস্তুতি, সাড়াদান, ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন ইত্যাদি কার্যক্রমে আমাদের সরকার তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। আসন্ন দুর্যোগকালে মানুষকে সতর্ক ও সচেতন করতে দেশের ইউনিয়ন পর্যায়ের ডিজিটাল সেন্টারগুলো তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এ প্রেক্ষিতে দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য "বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য জানি, দুর্যোগের ক্ষতি কমিয়ে আনি" অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য একটি দক্ষ ও কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তুলতে আমি সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজসহ সর্বস্তরের জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০১৫' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

১৭ চৈত্র ১৪২১
৩১ মার্চ ২০১৫

বাণী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশব্যাপী 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০১৫' উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ প্রকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙনসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ এ দেশের জনজীবনে প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ভূবিজ্ঞানীদের মতে বাংলাদেশ সিসমিক জোনে অবস্থিত হওয়ায় এদেশে বড় ধরণের ভূমিকম্পেরও আশংকা রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০১৫' উদ্‌যাপনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ সম্পর্কে জনগোষ্ঠীর মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

এ বছরের প্রতিপাদ্য 'বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য জানি, দুর্যোগের ক্ষতি কমিয়ে আনি' খুবই বাস্তবধর্মী ও সময়োপযোগী হয়েছে। এ প্রতিপাদ্যের আলোকে কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে দেশের সকল জনগোষ্ঠীকে সচেতন ও প্রস্তুত করতে পারলে যে কোন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি সহনীয় পর্যায়ে রাখা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়সহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, সিভিল সোসাইটির সমন্বয়ে দিবসের প্রতিপাদ্য অনুযায়ী দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, প্রস্তুতি ও জরুরি সাড়াদান কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্যোগ সহনশীল সমাজ গঠনে সকলে সচেষ্ট থাকবেন বলে আমার বিশ্বাস।

আমি 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০১৫' উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

১৭ চৈত্র ১৪২১
৩১ মার্চ ২০১৫

বাণী

ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জনসংখ্যার আধিক্য বাংলাদেশকে বিশ্বের মানচিত্রে অন্যতম প্রধান দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙ্গন, ভূমিধ্বস, খরা, অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল, বজ্রপাত, জলাবদ্ধতা, অগ্নিকান্ড, মাত্রাতিরিক্ত লবণাক্ততা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এদেশের জনজীবনে প্রায় নিত্য দিনের ঘটনা। এ দেশ সিসমিক জোনে অবস্থিত হওয়ায় বড় ধরণের ভূমিকম্পেরও আশংকা রয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগ সম্পর্কে সকল স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি করার নিমিত্ত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা জোরদার করার জন্যে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করে আসছে। এতে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দুর্যোগে জীবনহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতি বছর **'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস'** পালন কর হয়। এ দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো আসন্ন দুর্যোগ সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে জনসচেতনতা করা এবং ঝুঁকিহ্রাস ও প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সাড়াদানে সক্ষমতা গড়ে তোলা। এ বছর **'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০১৫'** উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে-

"বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য জানি
দুর্যোগের ক্ষতি কমিয়ে আনি"

এ প্রতিপাদ্য অনুসরণে বছরব্যাপী বিজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারলে দুর্যোগের অব্যবহিত পূর্বে, দুর্যোগকালে সাড়াদান ও দুর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সহজতর হবে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য হলো প্রাকৃতিক, পরিবেশগত ও মানবসৃষ্ট আপদ হতে জনগণের, বিশেষত: দরিদ্র ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি সহনীয় ও গ্রহণযোগ্য মানবিক পর্যায়ে নামিয়ে আনা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে চলেছি।

সরকারের সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থা, এনজিও, সিভিল সোসাইটিসহ সকল স্তরের নারী-পুরুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা দেশকে দুর্যোগ ঝুঁকিমুক্ত, সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তুলতে সক্ষম হবো ইনশাআল্লাহ্।

আমি **'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০১৫'** এর সফলতা কামনা করি।

খোদ হাফেজ
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, বীরবিক্রম, এম. পি)

ভারপ্রাপ্ত সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৭ চৈত্র ১৪২১
৩১ মার্চ ২০১৫

বাণী

বাংলাদেশ দুর্যোগ প্রবণ দেশ। এ দেশে প্রতিনিয়ত জনগণকে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, কালবৈশাখী, টর্নেডো, বজ্রপাত, অতিবৃষ্টি, পাহাড়ীঢল, জলাবদ্ধতা, মাত্রাতিরিক্ত লবণাক্ততা, শৈত্যপ্রবাহ, অগ্নিকান্ড, ভবনধ্বস, জলযান ডুবি ইত্যাদি মোকাবেলা করতে হয়। বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তের কারণে এ অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি এর ধরনও পাল্টে যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞগণের মতে এ দেশে বড় ধরণের ভূমিকম্পের আশংকাও রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি জনগোষ্ঠীর সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সচেতনতা বাড়াতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতিবছর মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে সারাদেশে "জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস" পালন করা হয়। এ বছরও ৩১ মার্চ ২০১৫ তারিখে দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে–

"বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য জানি
দুর্যোগের ক্ষতি কমিয়ে আনি"

সারা বছর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সাথে আমরা বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য ও প্রযুক্তিকে সমন্বয় করার উদ্যোগ নিয়েছি। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, প্রস্তুতি, জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম, সতর্কসংকেত প্রচার, উদ্ধার এবং পুনর্বসান কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজ করা হচ্ছে। ফলে জনসাধারণ অতি সহজে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল তথ্য জানতে পেরে দৈনন্দিন জীবনে দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম হবে।

দেশে সম্ভাব্য ভূমিকম্প দুর্যোগ বিষয়ে সর্বস্তরের জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়টি প্রাধান্য দিয়ে এ বছর দেশব্যাপী র‍্যালী, আলোচনা, প্রদর্শনী, দেশের সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভূমিকম্প মহড়া, শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, পোষ্টার লাগানো, লিফলেট বিতরণ, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, সমাবেশ, ক্রোড়পত্র প্রকাশ, টেলিভিশন আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণে 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০১৫' এর সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

আল্লাহ হাফেজ
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মোঃ শাহ্ কামাল